হায় দুর্ভাগা দেশ!

॥ রইসউদ্দিন আরিফ ॥

দেশের পনেরো কোটি মানুষের আক্ষরিক অর্থেই প্রতিদিন/প্রতিক্ষণ বেঁচে থাকার উপকরণ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যাদির, ইতিহাসে নজিরবিহীন অগ্নিমূল্য বাজারে মহাঅগ্নিকান্ড ঘটিয়েছে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত সারা দেশ জুড়ে এই মহাঅগ্নিকান্ড । এই গোটা দেশ ও দেশবাসী মহাদুর্বিপাকে আজ নিরব দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষাবস্থার খবর আজ আর চাপা নেই। সরকার প্রথম প্রথম এটা চেপে রাখার চেষ্টা করলেও এখন সরকারের অনেক সাবেক উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা পর্যন্ত প্রকাশ্যেই বলছেন 'দেশ এখন নিরব দুর্ভিক্ষাবস্থার মধ্যে বিরাজ করছে'।

দেশ দুর্ভিক্ষাবস্থায় পতিত হলে শুধু অর্ধাহার-অনাহারের ঘটনাই ঘটে না – সামাজিক অনাচার, অনৈতিকতা, দুর্নীতি, দুষ্কর্ম, আইন-শৃঙ্খলাবিরোধী কার্যকলাপ সবই বৃদ্ধি পায়। নিরব দুর্ভিক্ষের মতোই ইজার্জেন্সির পর্দার আড়ালে অপরাধ-অনাচার আজ ঘটছে নিরবে। দুর্ভিক্ষাবস্থার পাশাপাশি অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরাধের নতুন নতুন কৌশল, নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এর ফলে জনগণই আজ বলতে শুরু করেছেন, দেশ আজ ১/১১-র পূর্বেকার যে কোনো সময়ের তুলনায় বহুগুণ বেশি খারাপ অবস্থায় পতিত হয়েছে।

১/১১-র সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা দিয়েছিল দেশকে আর কোনোমতেই ১/১১-র আগের অবস্থায় ফিরে যেতে দেয়া হবে না। সরকারের কথার মাহাত্ম্য তখন স্পষ্ট করে বোঝা যায়নি। এখন বোঝা যাচ্ছে, সরকার সত্য কথাই বলেছিল। দেশকে তারা আজ ১/১১-র আগের অবস্থায় যেতে দেয়নি বটে, তবে অবস্থা এখন আগের চেয়েও খারাপ, এই আর কি।

চৌদ্দ মাস ক্ষমতায় থাকা সরকারকে যদি আজ প্রশ্ন করা হয়, তাদের চৌদ্দ মাস আগের দেওয়া ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি কি ঠিক আছে? সরকার নিয়ই বলবে, ঠিকই আছে। অথচ সাধারণ জনগণ বলছেন এবং শিক্ষিত, সচেতন, দায়িত্বশীল লোকেরাও বলছেন সরকারের কথার পুরোপুরি উল্টো কথা। সকলেই বলছেন, দেশ আজ ১/১১-র আগের অবস্থার তুলনায় অনেক বেশি খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে।

জনগণ এখন বুঝে ফেলেছেন সরকারের ১/১১-র আগে ফিরে না যাওয়ার রাজনীতি হচ্ছে কেবলমাত্র 'মাইনাস টু ফর্মুলা'। কতই না হাস্যকর ব্যাপার।

আমরা এখন কার কথা বিশ্বাস করবো - সরকারের, না জনগণের? মনে হচ্ছে, দেশের অবস্থা বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে আমরা এখন 'হর্নস অব ডায়লেমায়', অর্থাৎ উভয়সঙ্কটে পড়েছি। কিন্তু আসলে এখানে উভয়সঙ্কটের কিছু নেই। ঘটনা খুবই পরিষ্কার। আসল ব্যাপার হচ্ছে জনগণের চোখ এক রকম, সরকারের চোখ আরেক রকম। জনগণের বুঝপরামর্শ এক রকম, সরকারের বুঝপরামর্শ আরেক রকম। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনা এক রকম, সরকারের আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনা আরেক রকম।

সরকার ও জনগণের মধ্যকার বুঝপরামর্শ ও ভাবনা-পরিকল্পনার মধ্যে এই যে আকাশ-পাতাল তারতম্য - এটা কিন্তু এই সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার নয়, শুধু এ কারণে না। সরকার যদি সাংবিধানিকভাবে সত্যিকারের তত্ত্বাবধায়ক সরকার হতো তাহলে দেশ আজ যে রকম সঙ্কটের মধ্যে পতিত হয়েছে তেমনটি ঘটার ক্ষেত্রই সৃষ্টি হতে পারতো না। আবার সরকার যদি সামরিক সরকারও হতো তাহলেও অন্তত সার্বিক অবস্থার এতোটা চরম অবনতি ঘটতো না। আসলে 'না ঘরকা, না ঘাটকা'- এ ধরনের এক কিম্ভূত সরকার চৌদ্দ মাস ক্ষমতায় থাকার কারণেই দেশ আজ এরকম এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হয়েছে।

বর্তমান সরকার নিয়ে বড় সমস্যা হলো, সরকার নিজেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে ঘোষণা দিলেও আসলে নিজেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার মনে করে না। সেটা মনে করলে চৌদ্দ মাস বা দুইবছর অথবা প্রয়োজনে আরো বেশি সময় ক্ষমতায় থাকার চিন্তাই সরকারের মগজে ঢুকতো না।

তাহলে সহজেই বোঝা যায়– মুখে না বললেও বা প্রকাশ্যে ঘোষণা না দিলেও এই সরকার মনে মনে নিয়ই নিজেকে মনে করে এক 'বিপ্লবী' সরকার - অঘোষিত 'বিপ্লবী' সরকার। নিজেকে 'বিপ্লবী' সরকার ভাবার কারণেই সে মনে করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মত ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা তার কাজ নয়। অথবা দুই বছর বা তিন বছরের মধ্যেও শুধু নির্বাচন অনুষ্ঠান করাই তার আসল কাজ নয়। সরকার নিয়ই মনে করে – তার কাজ দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, প্রশাসন, বিচারবিভাগসহ সকল ক্ষেত্রে এক নতুন 'বিপ্লব' ঘটানো। সরকারের চৌদ্দ মাসের কথাবার্তায় ও কাজেকর্মে সেই রকম সুরই সুস্পষ্ট।

এটি এক খুবই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। এ দেশের জনগণ ছত্রিশ বছর বিদেশী পরাশক্তিগুলোর দালাল রাজনীতিকদের লুটেরা রাজনীতির স্টীমরোলারে নিস্পেষিত হতে হতে, বেকারত্বের চাপে নিঃশোষিত হতে হতে, দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পিষ্ট হতে হতে এবং দেড় বছর আগেও ১০ টাকার চাল ২০ টাকায়, ২৫ টাকার মসুর ডাল ৪০ টাকায়, ৮ টাকার ডিম ১৪ টাকায় এবং ২৫ টাকার তেল ৫০ টাকায় খেয়ে নাভিশ্বাস অবস্থায় পতিত হয়ে একটি 'বিপ্লবী' সরকারের আশায়-ই তো পথ চেয়ে বসেছিল। আর এখন কিনা চৌদ্দ মাস যাবত যেন আলাদিনের চেরাগের কেরামতিতে সাক্ষাত এক 'বিপ্লবী' সরকার জনগণের সামনে হাজের-নাজের। চিত্তাকর্ষক ব্যাপারই বটে!

আমাদের দেশের জনগণ খুবই সরলপ্রাণ এবং কিছুটা বোকাও। বিপ্লবী সরকার যে কোনো আলাদিনের চেরাগ থেকে বের হয়ে আসে না, বিপ্লবী সরকার যে লাখো-কোটি জনতার আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণকে নিয়েই গঠিত হয়, এই রাজনীতিটা বেমালুম ভুলে গিয়ে - বিদেশী পরাশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিপ্লবী রাজনীতি ও মতাদর্শের ধারণা-বহির্ভূত সেনা-সমর্থনে রাজনীতি বিবর্জিত আমলা-সুশীলরা 'বিপ্লবী' কায়দায় যখন ক্ষমতায় আসলেন এবং বিদেশী পরাশক্তির পুরানো দালাল ও লুটেরা রাজনীতিকদের বড় এক অংশ যখন সেই সরকারের পিছনেই ঘুর ঘুর শুরু করলো - সেই সরকারকেই জনগণ প্রথমে অভিনন্দন জানালো। আর জনগণের হাততালির শব্দ শুনেই আমলা-সুশীলরা তো তক্কে-তক্কেই ছিল, তাই তাৎক্ষণিকভাবে তারা মনস্থির করলেন - তাঁরা 'বিপ্লবী' সরকারই বটে!

সেই 'বিপ্লবী' সরকার যখন বুলডোজার দিয়ে গরিবদের ঘরবাড়ি-দোকানপাট গুঁড়িয়ে দিল, পাটকল থেকে শ্রমিকদের ঘাড় ধরে বের করে দিল, চৌদ্দ মাস আগের ২০ টাকার চাল ৪৫ টাকায়, ৪০ টাকার ডাল ৯০ টাকায় আর ৫০ টাকার তেল ১১০ টাকায় খাওয়াতে লাগলো, তখন জনগণের হুঁশ হলো। জনগণ তখন ঠিকই বুঝলো, এ সরকার তো জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জনগণের 'বিপ্লবী' সরকার নয়। এটি হচ্ছে বিদেশী পরাশক্তির অঙ্গুলিহেলনে চলা জনবিচ্ছিন্ন আমলা-সুশীলদের "মহাবিপ্লবী" সরকার।

সেই 'বিপ্লবী' সরকারের ট্রেন, চৌদ্দ মাস আগে 'সুশীলরা' বলেছিলেন – চলতে শুরু করেছে। আর চৌদ্দ মাস চলা সেই ট্রেনের গন্তব্যস্থল হচ্ছে আজকের নিরব দুর্ভিক্ষকাতর বাংলাদেশ। হায় দুর্ভাগা দেশ!

লেখক : রাজনীতিক, কলামিস্ট
E-mail : raisuddin_arif@yahoo.com

মোবাইল : ০১৭২৬৯৭৯২০৬
১৬-০৩-২০০৮